

জাতীয় কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ সেবা বুলেটিন

০৩ মার্চ ২০২১ (বুধবার)

[সময়কাল: ০৩.০৩.২০২১-০৭.০৩.২০২১]



ডিসক্রেইমার

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামূলকভাবে জাতীয় পর্যায়ে এবং ৬৪ টি জেলায় প্রেরণের লক্ষ্যে কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা সম্বলিত বুলেটিন তৈরি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।

যোগাযোগের ঠিকানা: ফারহানা হক, সবুজ রায়

ই-মেইল: pdamisdp@dae.gov.bd

ফোন: ০২-৫৫০২৮৪১৪, ০২-৫৫০২৮৪১৮

মুখ্য কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য ফসল সংগ্রহ বা ব্যবস্থাপনার সময় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন, মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন এবং বাংলাদেশ সরকারের অন্যান্য দিক নির্দেশনা মেনে চলুন।

আবহাওয়া পরিস্থিতি ও কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

লঘুচাপের বর্ধিতাংশ হিমালয়ের পাদদেশীয় পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। শেষরাত থেকে ভোর পর্যন্ত সারাদেশে নদী অববাহিকার কোথাও কোথাও হালকা কুয়াশা পড়তে পারে। সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে। পরবর্তী ৭২ ঘণ্টায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে।

মধ্যমেয়াদি পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী পাঁচ দিনে দেশের অধিকাংশ জেলায় বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

এই পরিস্থিতিতে নিম্নলিখিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রদান করা হলো।

বোরো ধান:

- সেচ দিন এবং জমিতে প্রয়োজনীয় পানির স্তর বজায় রাখুন।
- ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতা পোড়া রোগ দেখা দিলে ইউরিয়া সারের উপরিপ্রয়োগ বন্ধ রাখুন। রোগের প্রাথমিক অবস্থায় ৬০ গ্রাম এমওপি, ৬০ গ্রাম থিওভিট ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে প্রয়োগ করুন। খোড় বের হওয়ার আগে রোগ দেখা দিলে বিঘা প্রতি ৫ কেজি পটাশ সার উপরিপ্রয়োগ করতে হবে।
- ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতা পোড়া রোগ দমনে পর্যায়ক্রমে ভেজানো ও শুকানো (AWD) পদ্ধতির সেচ ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করতে হবে।
- ব্লাস্ট রোগ দেখা দিলে রোগের প্রাথমিক অবস্থায় বিঘা প্রতি পাঁচ কেজি পটাশ সার উপরিপ্রয়োগ করুন।
- ব্লাস্ট রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য রোগের প্রাথমিক অবস্থায় ট্রুপার/নেটিভো/জিল নামক ছত্রাকনাশক বিঘাপ্রতি ১০৭ মিলিলিটার ১০০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- মাজরা পোকের আক্রমণ দেখা দিলে ডিমের গাদা সংগ্রহ করে নষ্ট করে ফেলুন, আলোকফাঁদ ব্যবহার করুন, আক্রমণ বেশি হলে অনুমোদিত বালাইনাশক ব্যবহার করুন।
- পাতা মোড়ানো পোকা দমনে আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন ও জমিতে পার্চিং করুন। ইউরিয়া সারের অতিরিক্ত ব্যবহার পরিহার করুন। শতকরা ২৫ ভাগ পাতা ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেভিন ৮৫ এসপি, ডার্সবান ২০ ইসি অথবা মিপসিন ৭৫ ডব্লিউপি এর যে কোন একটি অনুমোদিত কীটনাশক সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করুন।
- ত্রিপস পোকের আক্রমণ দেখা দিলে আক্রান্ত জমিতে নাইট্রোজেন জাতীয় সার ব্যবহার করুন। আক্রমণ বেশি হলে হেক্টরপ্রতি ১.১২ লিটার ম্যালাথিয়ন অথবা ১.৭ কেজি কার্বারিল অথবা ১.১২ কেজি আইসোপ্রোকার্ব/এমআইপিসি প্রয়োগ করুন।

গম:

- চারার তিন পাতার সময় (বপনের ১৭-২১ দিন পর) প্রথম সেচ, শীষ বের হওয়ার সময় (বপনের ৫০-৫৫ দিন পর) দ্বিতীয় সেচ এবং দানা গঠনের সময় (বপনের ৭৫-৮০ দিন পর) তৃতীয় সেচ প্রদান করুন।
- গম ক্ষেতে ইঁদুরের উপদ্রব হলে ২% জিঙ্ক সালফাইড বিষটোপ ব্যবহার করে ইঁদুর দমন করুন।

ভুট্টা:

- বীজ বপনের ১৫-২০ দিনের মধ্যে প্রথম সেচ, ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে দ্বিতীয় সেচ, ৬০-৭০ দিনের মধ্যে তৃতীয় সেচ এবং ৮৫-৮৯ দিনের মধ্যে চতুর্থ সেচ প্রদান করুন।
- ভুট্টার ফুল ফোটা ও দানা বাঁধার সময় জমিতে যেন কোনক্রমেই পানি জমে না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

আলু:

- প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ প্রদান করুন।
- কাটুই পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে আক্রান্ত কাটা আলু গাছ দেখে তার কাছাকাছি মাটি উল্টে পাণ্টে কীড়া খুঁজে সংগ্রহ করে মেরে ফেলুন। পোকাকার উপদ্রব বেশি হলে ফেরোমন ফাঁদ এবং কীড়া দমনের জন্য বিষটোপ ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া প্রতি লিটার পানির সাথে ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি ৫ মিলি হারে মিশিয়ে গাছের গোড়া ও মাটিতে স্প্রে করে ভিজিয়ে দিতে হবে।

সরিষা:

- সরিষা গাছে ফুল ও ফল আসার সময় জাব পোকাকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। আক্রমণ দেখা মাত্র ৫০ গ্রাম নিম বীজ ভেঙে ১ লিটার পানিতে ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে ২-৩ গ্রাম গুড়া সাবান মিশিয়ে হেঁকে ৭ দিন অন্তর ২ বার ছিটাতে হবে। আক্রমণ বেশি হলে ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি ২ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে বিকাল ৩ টার পর ১০ দিন অন্তর ২ বার ছিটাতে হবে।
- সরিষার পাতা ঝলসানো রোগ দমনের জন্য রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে রোভরাল-৫০ ডব্লিউপি ০.২% হারে (প্রতি লিটার পানির সাথে ২ গ্রাম) পানিতে মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর ৩-৪ বার স্প্রে করতে হবে।
- প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ প্রদান করুন।

সবজি:

- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।
- বেগুনে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে কীড়াসহ আক্রান্ত ডগা কেটে ধ্বংস করুন। ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে পোকাকার বংশবৃদ্ধি অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভাব্য। একান্ত প্রয়োজনে কেবল মাত্র পরিমিত মাত্রায় নির্দিষ্ট ক্ষমতা সম্পন্ন রাসায়নিক কীটনাশক অথবা স্থানীয়ভাবে সুপারিশকৃত জৈব কীটনাশক ব্যবহার করুন।
- শিমে ফল ছিদ্রকারী পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে আইপিএম পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে পোকা দমন করুন।
- কুমড়া জাতীয় সবজিতে মাছি পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে ফেরোমন ও বিষটোপ ফাঁদের যৌথ ব্যবহার করুন। আলফা সাইপারমেথ্রিন গুপের বালাইনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে।
- কুমড়া জাতীয় সবজিতে পাউডারি মিলডিউ দেখা দিলে হেঙ্কাকোনাভাল অথবা মেনকোজেব প্রয়োগ করুন।
- সবজিতে জাব পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে ম্যালাথিয়ন গুপের বালাইনাশক অনুমোদিত মাত্রায় ব্যবহার করুন।
- মরিচে মাকড় আক্রমণ করলে এক কেজি আধা ভাঙা নিম বীজ ২০ লিটার পানিতে ২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে উক্ত পানি (হেঁকে নেওয়ার পর) পাতার নীচের দিকে স্প্রে করুন। আক্রমণ বেশি হলে মাকড়নাশক ওমাইট ৫৭ইসি প্রতি লিটার পানিতে ২.০ মিলি হারে বা ভার্টিমেক ১.৮ইসি প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১২ মিলি হারে পাতা ভিজিয়ে স্প্রে করুন।

উদ্যান ফসল:

- ফল বাগানের আন্তঃপরিচর্যা করতে হবে।
- কলাগাছের পাতায় সিগাটোকা রোগের লক্ষণ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি স্কোর অথবা ২ গ্রাম নোইন বা ব্যাভিস্টিন অথবা ০.১ মিলি একোনাভাল/ফলিকোর মিশিয়ে ১৫-২০ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

- কলার বিটল পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে আইসোপ্রোক্যার্ব (এমআইপিসি) গুপের বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- পেয়ারায় মিলিবাগের আক্রমণ হলে অনুমোদিত বালাইনাশক ব্যবহার করুন। প্রতি লিটার পানিতে ৫ গ্রাম হারে গুড়া সাবান মিশিয়ে স্প্রে করেও এ পোকা দমন করা যায়।
- পেয়ারায় ফলের মাছি পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
- প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ প্রদান করুন।

গবাদি পশু:

- গবাদি পশুকে খড়ের সাথে কাঁচা ঘাস ও হাতে তৈরি দানাদার খাদ্য দিতে হবে।
- রোগ প্রতিরোধে গবাদি পশুকে নিয়মিত টীকা দিন।
- গবাদি পশুর ঘর শুকনা ও পরিষ্কার রাখুন। ঘরে মশারী বা মাটির পাত্রে কয়েল ব্যবহার করুন।
-

হাঁস মুরগী:

- রোগ প্রতিরোধে হাঁস মুরগীকে নিয়মিত টীকা দিন।
- হাঁসমুরগীর ঘর শুকনা ও পরিষ্কার রাখুন। ঘরে মশারী বা মাটির পাত্রে কয়েল ব্যবহার করুন।

মৎস্য:

- পুকুর পাড়ে পাতাঝরা গাছ থাকলে গাছের পাতা নিয়মিত পরিষ্কার করে দিন।
- পুকুরের পানি দূষিত হলে পানি পরিবর্তন করুন।

দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া পরিস্থিতি

গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (০৩ মার্চ ২০২১, সকাল ০৬টা পর্যন্ত) এবং ০২ মার্চ ২০২১ এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, ০৩ মার্চ ২০২১ এ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নিচে দেওয়া হলো:

বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণ-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণ-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	
ঢাকা	ঢাকা	০০	৩৩.৭	২০.৭	রাজশাহী	রাজশাহী	০০	৩৩.২	১৭.৩	
	টান্গাইল	০০	৩৩.৪	১৯.০		ঈশ্বরদী	০০	৩৩.০	১৭.৫	
	ফরিদপুর	০০	৩৩.৫	১৮.৭		বগুড়া	০০	৩২.৫	১৯.৪	
	মাদারীপুর	০০	৩৩.৩	২১.৮		বদলগাছী	০০	৩৪.২	১৬.৬	
	গোপালগঞ্জ	০০	৩৩.৩	২১.৭		তাড়াশ	০০	৩১.৭	১৯.০	
	নিক্লি	০০	৩২.৪	১৯.৩		রংপুর	রংপুর	০০	৩০.২	১৬.৮
	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	০০	৩২.০			১৯.০	দিনাজপুর	০০	৩০.৮
নেত্রকোনা		০০	৩১.০	১৮.৬	সৈয়দপুর		০০	৩২.২	১৫.৫	
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	০০	৩০.৫	২২.০	খুলনা	তেতুলিয়া	০০	৩০.৮	১০.৪	
	সন্দ্বীপ	০০	৩৩.১	২০.৬		ডিমলা	০০	২৯.৭	১৩.০	
	সীতাকুন্ড	০০	৩৩.৭	১৮.৭		রাজারহাট	০০	৩২.০	১৪.০	
	রাঙ্গামাটি	০০	৩৪.৫	১৮.৫	বরিশাল	খুলনা	০০	৩৩.৫	২২.০	
	কুমিল্লা	০০	৩৩.৫	১৮.৬		মংলা	০০	৩৩.৬	২২.১	
	চাঁদপুর	০০	৩৩.৮	২২.৫		সাতক্ষীরা	০০	৩২.৭	২২.০	
	মাইজদীকোর্ট	০০	৩২.৬	২১.৫		যশোর	০০	৩৪.৮	১৯.০	
	ফেনী	০০	৩৪.৫	১৯.৯		চুয়াডাঙ্গা	০০	৩৩.৬	১৬.৬	
	হাতিয়া	০০	৩১.৭	২০.৭		কুমারখালী	০০	৩৪.০	১৮.৫	
	কক্সবাজার	০০	৩০.৬	২১.৪		বরিশাল	বরিশাল	০০	৩২.৭	২২.০
	কুতুবদিয়া	০০	২৯.৬	২১.০	পটুয়াখালী		০০	৩৪.৪	২২.৪	
	টেকনাফ	০০	৩১.২	২১.২	খেপুপাড়া		০০	৩৩.৫	২১.৫	
	সিলেট	সিলেট	০০	৩২.৭	১৯.৫		ভোলা	০০	৩৩.২	২১.০
		শ্রীমঙ্গল	০০	৩৩.০	১৬.৩					

প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহঃ-

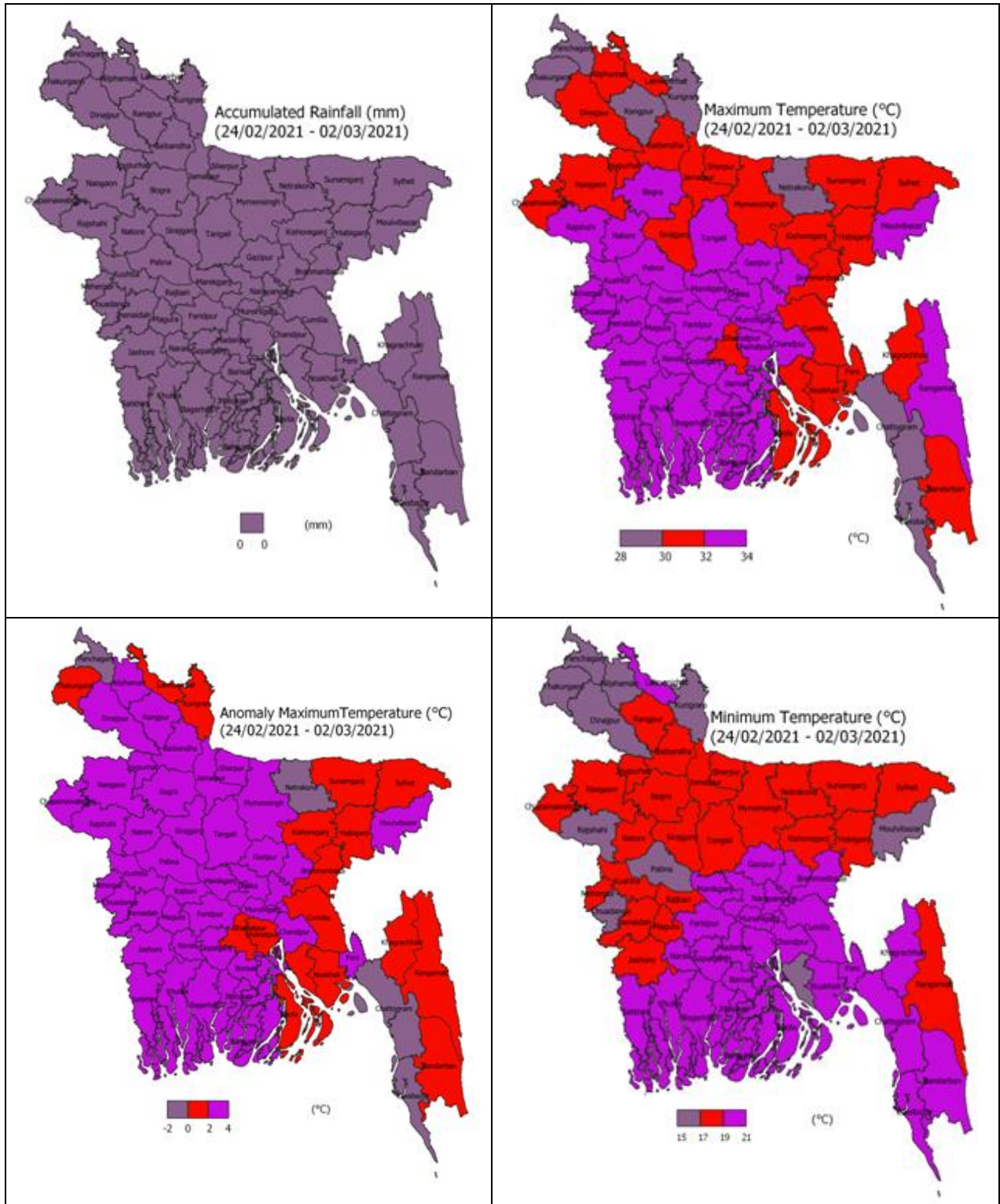
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক উজ্জ্বল সূর্যকিরণ কালের গড় ৬.৯০ ঘন্টা ছিল ।
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক বাষ্পীভবনের গড় ৩.৩৭ মিঃ মিঃ ছিল ।

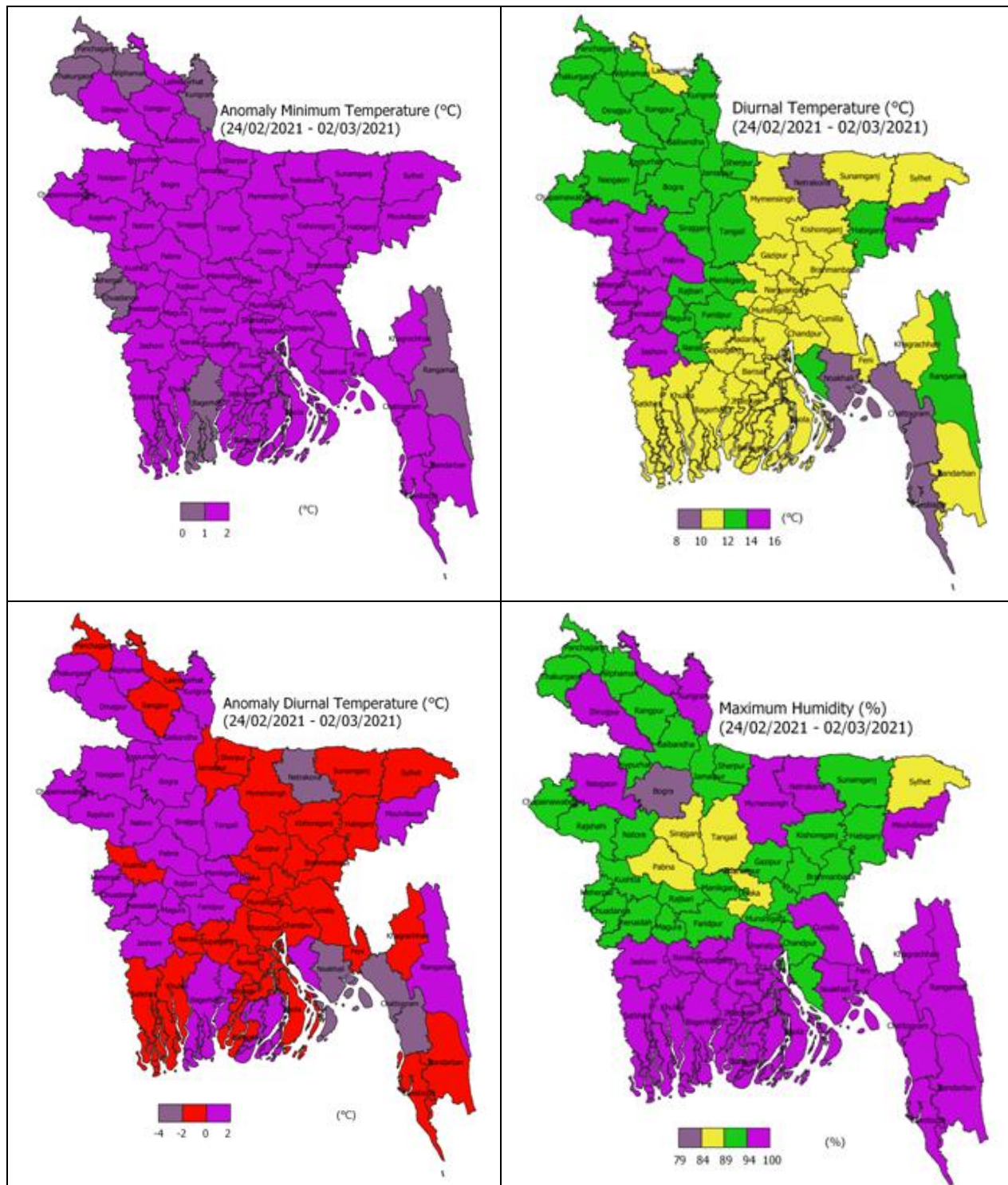
সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

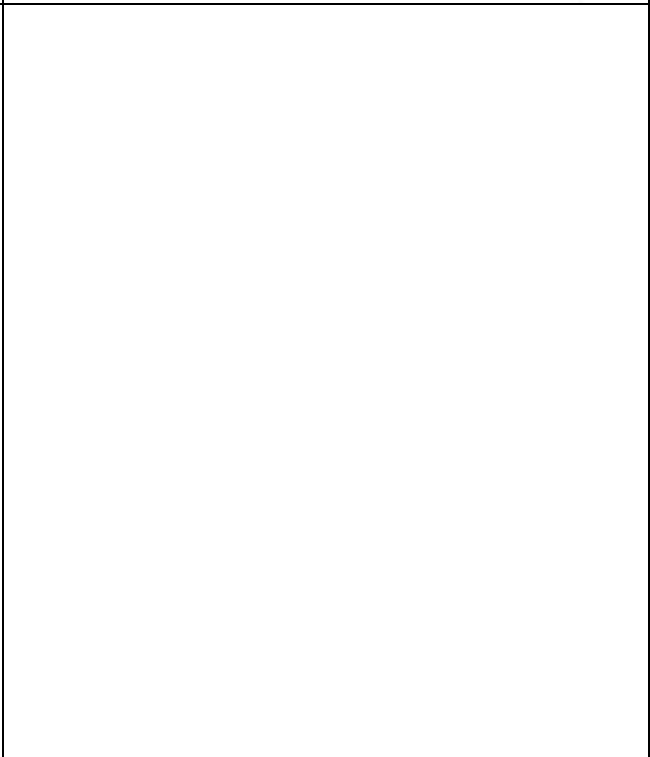
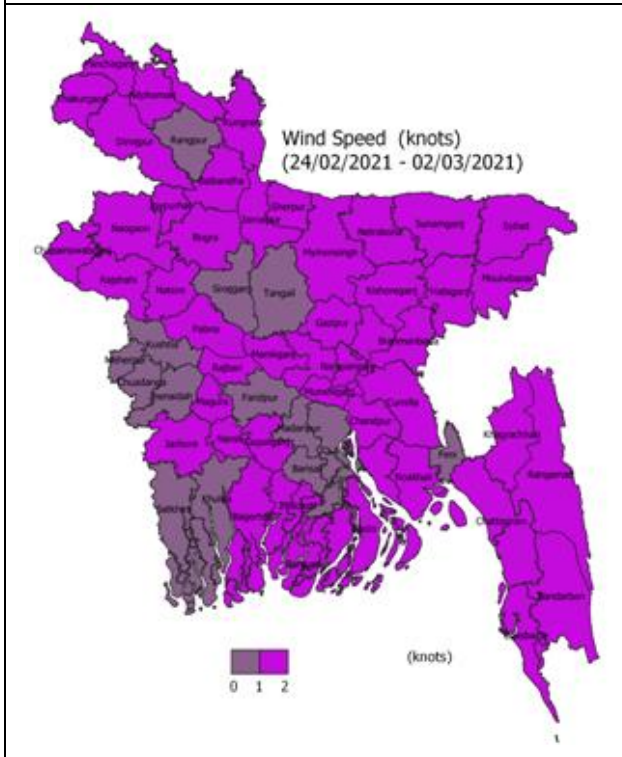
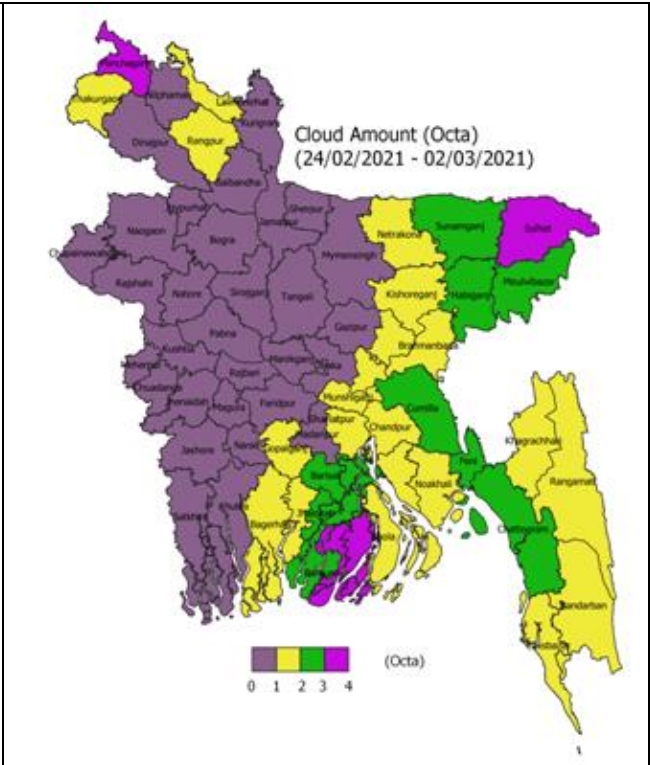
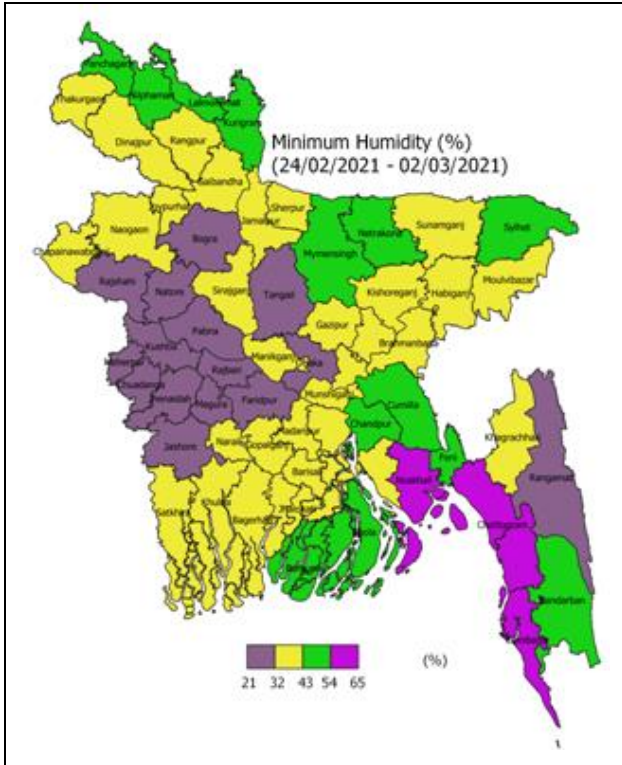
পূর্বাভাসঃ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। শেষরাত থেকে ভোর পর্যন্ত সারাদেশে নদী অববাহিকার কোথাও কোথাও হালকা কুয়াশা পড়তে পারে।

তাপমাত্রাঃ সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে।

সপ্তাহের শেষে (০৩ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত) আবহাওয়া প্যারামিটারের স্থানিক বন্টন







আবহাওয়া পূর্বাভাস

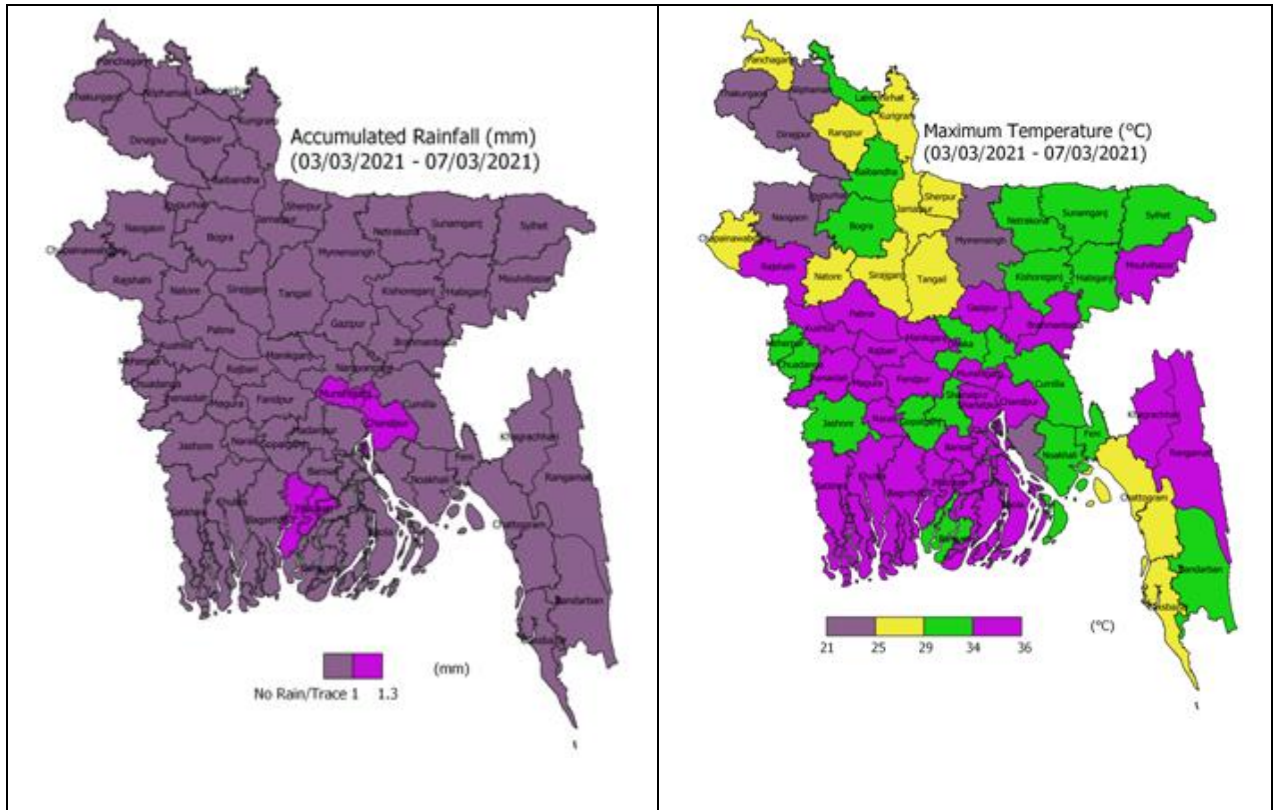
আবহাওয়া পূর্বাভাস ০১/০৩/২০২১ হতে ০৭/০৩/২০২১ তারিখ পর্যন্ত:

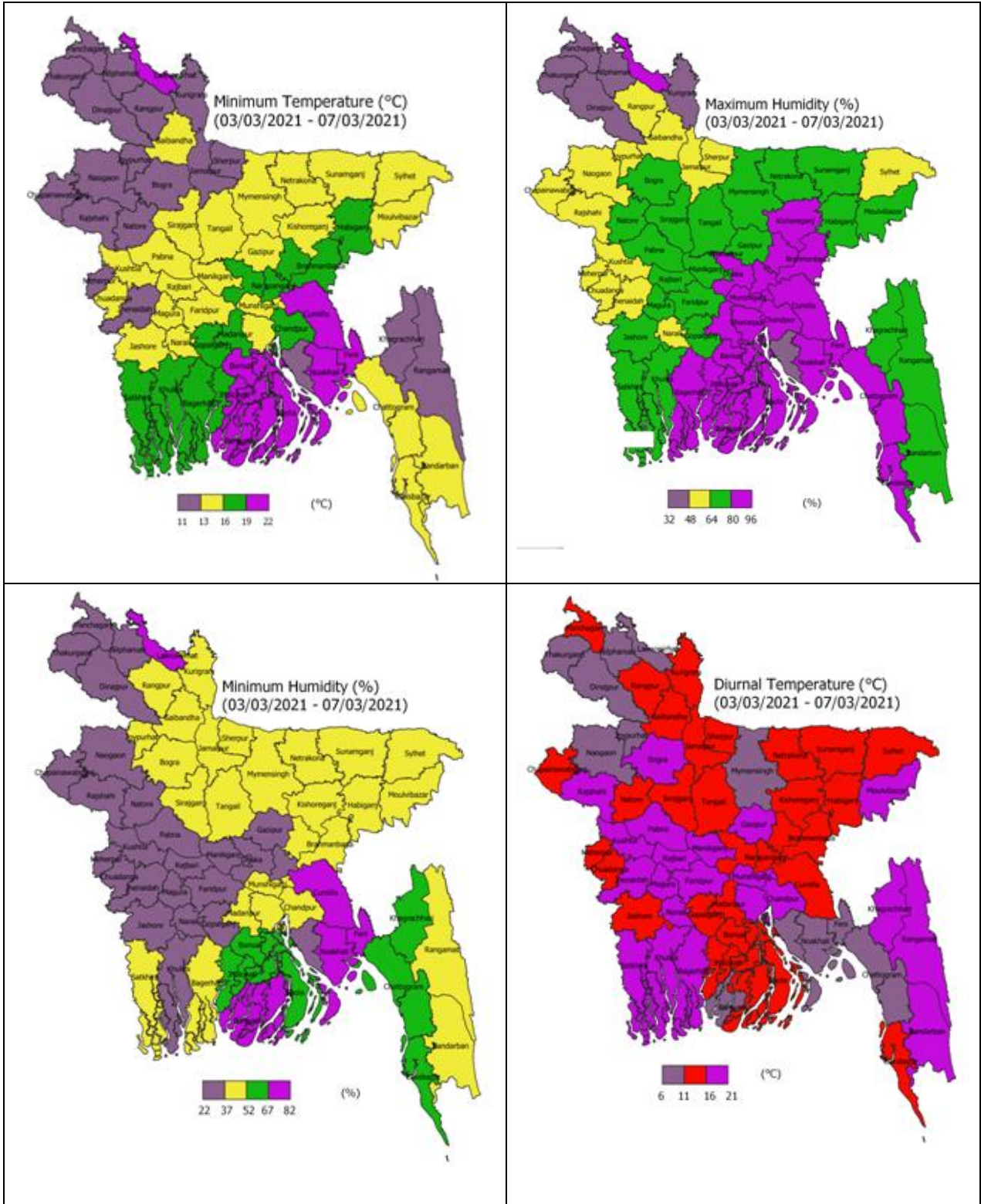
এ সপ্তাহে দৈনিক উজ্জ্বল সূর্য কিরণ কাল ৬.৫০ থেকে ৭.৫০ ঘন্টার মধ্যে থাকতে পারে ।

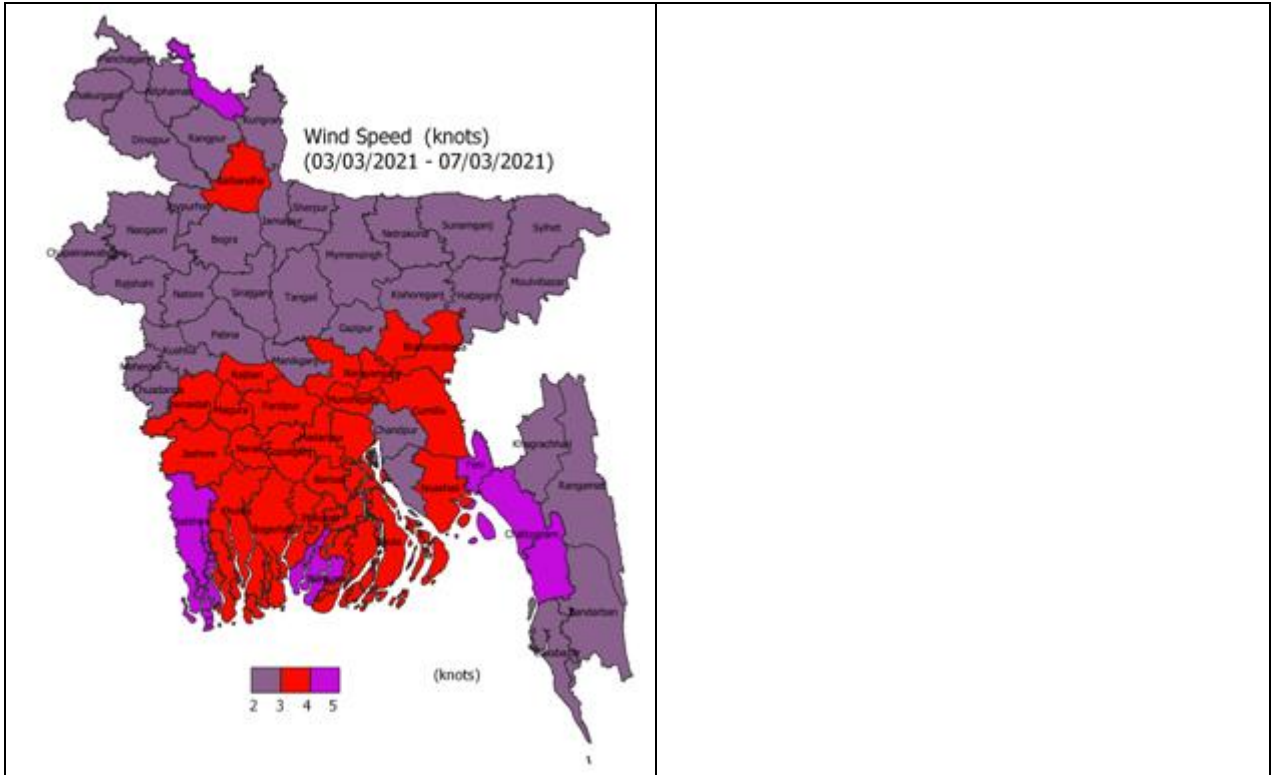
এ সপ্তাহের বাষ্পীভবনের দৈনিক গড় ৩.০০ মিঃ মিঃ থেকে ৪.০০ মিঃ মিঃ থাকতে পারে ।

- এ সময়ের প্রথমার্ধে সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে এবং দ্বিতীয়ার্ধে সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগের দুই-এক স্থানে অস্থায়ী দমকাহাওয়াসহ হালকা (০৪-১০ মি.মি./প্রতিদিন) থেকে মাঝারী (১১-২২ মি.মি./প্রতিদিন) ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে এছাড়া দেশের অন্যত্র আবহাওয়া প্রধানতঃ শুষ্ক থাকতে পারে ।
- এ সময় দেশের উত্তরাঞ্চল ও নদী অববাহিকায় শেষরাত হতে সকাল পর্যন্ত হালকা কুয়াশা পড়তে পারে ।
- এ সময়ে সারা দেশের দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে ।

আগামী ৫ দিনের জেলাওয়ারী পরিমানগত আবহাওয়া পূর্বাভাস (০৩ মার্চ হতে ০৭ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত)







বাংলাদেশের উপর বিভিন্ন উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত তথ্য:

